রঘুনাথগঞ্জ শাখায়

মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও

বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়

ইলেকট্রনিকের সকল রকম

ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের

বিশেষ কনশেসন

ধনরাজ পিপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৭৩ ইং 12th April 1967 { ৪১শ সংখ্যা

'সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের রীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্জাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক,
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

খেলা ঘর

স্কুল কলেজের নানাপ্রকার খেলাধুলার সরঞ্জাম,
সর্ব্বপ্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও চা বিস্কুট পাইবেন।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

ভাবিবার কথা

—০—

এই বৎসর স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে উত্তর-পত্র লিখিবার সময় পরীক্ষার্থীরা নানারূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন—সংবাদপত্র সমূহে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষার ব্যাপারে প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু ঘটিয়া থাকে। মহানগরী কলিকাতায় এম-এ হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় নানা অঘটনের কথা অনেকেই জানেন। প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে এই অজুহাতে পরীক্ষাগৃহ ত্যাগ, প্রতিবাদ জানাইতে পরীক্ষা কেন্দ্রের জিনিসপত্র তছনছ-চুরমারকরণ প্রভৃতি বীরত্বের প্রকাশ আমরা পড়িয়া থাকি।

পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষাদানের ব্যাপার নূতন নয়। প্রত্যেক বৎসরই ইহার জন্য কিছু কিছু পরীক্ষার্থীর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই অপরাধপ্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। সংবাদে জানা যায় যে, পরীক্ষার ক্ষেত্রেও 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠিয়াছে। তবে কি বুঝিব যে অসদুপায়ে উত্তরপত্র লিখিবার সময় কেহ ধরা পড়িলে অথবা শাস্তি পাইলে 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ' এর দল গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, বিধান-সভা অভিযান, মনুমেণ্টের পাদদেশে অথবা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রতিবাদ-সভা আহ্বান—ইত্যাদির মাধ্যমে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন?

খবরে প্রকাশ, এই বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯২,০০০। একটি বিরাট অংশের পরীক্ষার্থী 'প্রাইভেট' হিসাবে এই পর্য্যায়ের পরীক্ষা দিতেছেন। ইহারা বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র নহেন। অছাত্র কর্ম্মরত যুবকগণ আপন আপন পদোন্নতি তথা বর্দ্ধিত বেতন হারের সুযোগ লাভ করিবার জন্য 'প্রাইভেট' পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' পাশ-সার্টি-ফিকেট সংগ্রহের হুজুগে শিক্ষারূপ তপস্যার দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির প্রবৃত্তি নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আর ইহার জন্য পরীক্ষাগৃহে অসৎ উপায় অবলম্বনের বাসনা সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তারলাভ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কী? বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রগণের উপরও ইহার অনিবার্য্য প্রভাব পড়িতেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে পড়াশুনার মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। শিক্ষার্থী সুলভ মন দুর্লভ হইয়াছে। শিক্ষাগুরুর নিকট বিনম্রতা প্রদর্শন, অধ্যবসায় প্রভৃতি যাহা শিক্ষার্থীর অপরিহার্য গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত আজ তাহা কোথায়? 'প্রণিপাতেন' 'পরিপ্রশ্নেন' এবং 'সেবয়া'—আশ্রমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমানে প্রণিপাতের স্থলে শিক্ষক-নিরীক্ষক নীতির প্রতি আনুগত্যের ফলে কোথাও কোথাও লাঞ্ছিত হন। অধীতব্য এবং অধীত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককে প্রশ্ন করায় অথবা প্রশ্নের দ্বারা নিজের সংশয় দূর করার অভিপ্রায় ছাত্রদের মধ্যে দেখি না। শিক্ষক যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার যাচাই ও অনুশীলন হয় না। সেবা করার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

বাঙ্গালী ছাত্র এই জন্যই কি আজ সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রায় নিম্নমানের পরিচয় দিতেছেন? শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রেরা কি করিয়া সততা, নিষ্ঠা, আগ্রহ ও অধ্যবসায় প্রবৃত্তি ফিরিয়া পাইবেন—ইহাই ভাবিবার কথা। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্, রাষ্ট্রনায়ক, অভিভাবক—সকলেই এই সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে অবহিত হউন।

সাঁইথিয়ার মিলমালিক গ্রেপ্তার

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের নিষেধ ভঙ্গের অপরাধে কয়েকদিন পূর্ব্বে বীরভূমের বিখ্যাত ব্যবসায়ী সাঁইথিয়ার মিলমালিক শ্রীসত্যনারায়ণ সারদা, শ্রীরতনমোহন সারদা ও তাঁহাদের কর্ম্মচারী শ্রীপরশুরাম তেওয়ারীকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়। তাঁহাদিগকে অন্তবর্ত্তীকালের জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আরো প্রকাশ যে তাঁহাদের আত্মীয় শ্রীওঙ্কারমল সারদাকে পুলিশ সন্ধান করিতেছে। সাঁইথিয়া থানার দারোগা ধৃত লরীটি ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধে সাসপেণ্ড হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সুতার দাম বৃদ্ধিতে তাঁত শিল্পে সঙ্কট

সুতার দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র তাঁতশিল্পে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই রাজ্যে ওই ধরণের মোট দশ হাজার তাঁতের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী সুতার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থা চলতে থাকলে বাকিগুলিতে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র তাঁত ইউনিট সমিতির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারকনাথ দত্ত সাংবাদিকদের নিকট ওই তথ্য জানান। তিনি বলেন, এই রাজ্যের দশ হাজার বিদ্যুৎচালিত তাঁতে প্রায় এক লক্ষ কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন। তাঁতশিল্পে সঙ্কট দেখা দিলে এই এক লক্ষ কর্ম্মীও বেকার হয়ে পড়বেন। শ্রীদত্ত বলেন, তুলার দাম শতকরা ২০ থেকে ২২ ভাগ বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় সুতার দাম বেড়েছে অনেক বেশী। অর্থাৎ সুতার দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে সুতার দাম ১৬ শতাংশ বাড়া উচিত। সুতরাং মিলে সুতার দাম যাতে কমানো হয়, সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে। শ্রীদত্ত আরও বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতা মিলছে, ততক্ষণ আর বিদ্যুৎচালিত তাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কোন লাইসেন্স ইস্যু করা উচিত নয়।

পরলোকগমন

গত ২৬শে চৈত্র রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম বাসন ব্যবসায়ী কমলাকান্ত বড়াল মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্ত্রী, আট পুত্র, পাঁচ কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গত ২৭শে চৈত্র সোমবার সকাল ৭ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জের মোক্তার সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম মহাশয় ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর জন্য রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ২৭শে চৈত্র ১২ ঘটিকায় বন্ধ হইয়া যায়।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীজ্যোতেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় গত ২৯শে মার্চ্চ কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে লাহিড়ী রাজসাহী থেকে সপরিবারে বহরমপুরে চলে আসেন। স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে তাঁর ভূমিকা ছিল কংগ্রেস বিরোধী। ইংরাজ কারাগারে বহু নির্য্যাতিত এই বিপ্লবীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ও পরিচিত জনের মনে গভীর শোকের সঞ্চার করেছে।

পুরস্কার বিতরণী সভা

বিগত ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার মহারাণী নীলিমা-প্রভা মূক বধির বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার এক মনোজ্ঞ পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণনাথ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ সেন মহোদয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় মহোদয়। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যভূষিত করা হয়। তারপর বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপালদাস নিয়োগী চৌধুরী সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন। সভায় মূক বধির ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ও ইংরাজী আবৃত্তি সভাস্থ সকলকেই মুগ্ধ করে। মূক বধির শিক্ষা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন প্রধান শিক্ষক মহোদয় প্রধান অতিথি ও সভায় সভাপতি তাঁহাদের ভাষণে মূকবধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সভা শেষে প্রচার দপ্তর কর্ত্তৃক চায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা

ভারতের ফেডারেল গণতন্ত্রে এতদিন বিশেষ কোন জটিলতা দেখা দেয়নি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে এতদিন একটী পার্টিই শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু এবার চতুর্থ নির্ব্বাচনের পরে অবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছে। ভারতের পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসী এবং অন্যান্য রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার। কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ পূর্ব্বের মত সকল রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক যে নির্বিবাদে প্রতিপালিত হবে তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই, এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক বিবেচনা করেই রাজ্য-সরকারসমূহকে নির্দেশাদি দিতে হবে এবং রাজ্য-সরকারসমূহকে একযোগে নিয়ে চলায় যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে। তা' না হলে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে দেশ ও জাতির কল্যাণ ব্যাহত হতে পারে। এরূপ অবস্থায়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তবেই মুশকিলের আসান। সংবিধানে আমাদের সেই ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণকে কেন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা ও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীগণও কেন্দ্রের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় চতুর্থ নির্ব্বাচনের পর শাসনব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাতে তেমন বড় রকমের কিছু সংঘটনের সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়। কাজেই আশা করা যায়, দেশের কল্যাণকর পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ ব্যাহত হবে না।

পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থায় সরকারবিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং তার প্রয়োজনীয়তাও আছে। তবে সরকারী দলকে কেবল বাধা দেওয়ার জন্যই বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা নহে। বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা দেশ ও জাতির পক্ষে অশুভ ও অকল্যাণকর এবং জনস্বার্থবিরোধী কর্ম্ম থেকে বিরত করা; অন্যথায় সরকারী দলের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করাই কর্ত্তব্য। সরকার ও বিরোধী উভয় দলেরই একমাত্র লক্ষ্য দেশ ও জাতির কল্যাণ। বিরোধী দলের উক্তরূপ ভূমিকাই দেশবাসী কামনা করে।

সময় প্রয়োজন

দেশের জনগণের রায়ে এবার নির্ব্বাচনের পর কতকগুলি রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলিতে বিভিন্ন দল রয়েছে। ঐ সকল দল সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে।

অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি এই-ই প্রথম সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাও মাত্র কয়েক দিন হল। এই মন্ত্রিসভাগুলির কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেকখানি। এতদিন কংগ্রেসী দল যে-সব সমস্যার সমাধান করতে পারেনি এবং যে সকল সমস্যা জনগণের জীবনযাত্রাকে কষ্টকর করে তুলেছে—সে সকল সমস্যার সমাধান জনগণ একান্তভাবেই কামনা করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' বলে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। তাঁদের ন্যায়সঙ্গত সময় দিতে হবে। তবেই বোঝা যাবে এই অকংগ্রেসী সরকারগুলি জনকল্যাণ সাধনের পথে কতখানি কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন এবং ঐ সকল সমস্যারই বা সমাধান তাঁদের কাছে কতখানি প্রত্যাশা করা যায়। তাঁদের সত্যিকারের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই বা কি তাহাও ঐ সময় না গেলে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। বর্ত্তমান এই প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রদানই সমীচীন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

সব রকমের মোটর গাড়ীর স্পেয়ার পার্টস পেতে হলে একবার জঙ্গীপুর রোড বার্মা শেল পেট্রোল পাম্প সন্নিকটবর্ত্তী

চৌধুরী মোটরস্-এ

আসুন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।